সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর উপর বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর সুপারিশমালা

১. বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়া পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রস্তুত করেছে।

২. সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (সিএসএ) -এ বিদ্যমান প্রায়োগিক উদ্বেগসমূহের সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আইনে মত-প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ বাতিল এবং এ আইনের অধীনে বিচারাধীন মামলাসমূহ প্রত্যাহারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় ব্লাস্ট। এছাড়াও, ব্লাস্ট অনুভূতি এবং খ্যাতির উপর ভিত্তি করে দেয়া বক্তৃতাকে অপরাধ হিসেবে গন্য করার পরিবর্তে ক্ষতিকারক তথ্য-উপাত্ত (content) মোকাবেলায় সরকারের পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানায়।

৩. তবে, ব্লাস্ট প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ বিভ্রান্তিকর ধারণার সংযোজন নিয়ে উদ্বিগ্ন, যেখানে কিছু ধারণা ঔপনিবেশিক যুগের আইন ও নতুন দমনমূলক আইন থেকে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের তথ্য-উপাত্ত ব্লক করার মতো সীমাহীন ক্ষমতা বজায় রাখা, প্রস্তাবিত আইনের অধীনে অভিযুক্ত বা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব, এবং বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অস্পষ্টতা অব্যাহত থাকার বিষয়েও ব্লাস্ট উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

৪. তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্লাস্ট সরকার সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন বিশেষ করে নারী অধিকার সংগঠন, শিশু অধিকার সংগঠন, উন্নয়ন সংস্থা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, প্রযুক্তি আইনের বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সাথে উন্মুক্ত পরামর্শ সভা আয়োজনের দাবী জানাচ্ছে।

৫. এ ব্যপারে ব্লাস্ট নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, বিশেষ করে যারা অনলাইন হয়রানির বিরুদ্ধে কাজ করছে, পাশাপাশি প্রযুক্তি আইনের গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ সভা আয়োজন করেছে, যাতে চূড়ান্ত সুপারিশে তাঁদের মতামতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে। অধ্যদেশে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নিশ্চিত, প্রায়োগিক অসঙ্গতি প্রতিরোধ, এবং মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা অত্যন্ত জরুরি।

মূল উদ্বেগ এবং সুপারিশমালা:

ক্ষতিকর তথ্য-উপাত্ত:		
ধারা	**পর্যবেক্ষণ ও মতামত**	**প্রস্তাবিত সুপারিশমালা**
২৫	ইচ্ছাকৃতভাবে বা হুমকি প্রদর্শন করে কোন তথ্য, অশ্লীল ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিক্স বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য কোন তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করা বা করার হুমকি দেয়া যা ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শক এবং যৌন হয়রানি বা রিভেঞ্জ পর্ণ এর মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য ব্যবহৃত হয় তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। অধ্যাদেশে "ব্ল্যাকমেইলিং" বলতে হুমকি বা ভীত প্রদর্শনকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার গোপনীয় তথ্য প্রকাশের বা ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে বেআইনী সুবিধা বা সেবা সম্পাদনে বাধ্য করে। ব্ল্যাকমেইল এর সংজ্ঞাটি এখনো দ্ব্যর্থবোধক, সংজ্ঞায় ব্যবহৃত "ক্ষতিকারক বা ভীতি প্রদর্শক" শব্দগুলোর ব্যপ্তি কতখানি তা অস্পষ্ট এবং "ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য" বলতে কী বোঝানো হবে তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই। খসড়া অধ্যদেশ "যৌন হয়রানি " রিভেঞ্জ পর্ণ " কে	(ক) 'যৌন হয়রানি' এবং 'রিভেঞ্জ পর্ণ' অপরাধগুলোর প্রভাব ও ক্ষতির ভিন্ন মাত্রা থাকার কারণে তাদের পার্থক্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি সংজ্ঞার মধ্যে অন্যটির কিছু উপাদান থাকলেও তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আলাদা পরিণামকে উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রণয়ন করা জরুরী যাতে সংজ্ঞাগুলো একটি অপরটির সাথে ওভারল্যাপ না করে। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিচারব্যবস্থায় গৃহীত সংজ্ঞা, জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর দ্বারা প্রণীত সংজ্ঞা, এবং গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর অ্যাকশনের সংজ্ঞা অনুসরণ করা প্রয়োজন।[1] 'যৌন হয়রানি' ও "রিভেঞ্জ পর্ণ" সংজ্ঞার সাথে ওভারল্যাপ এড়ানোর জন্য "ব্ল্যাকমেইল" কে এ ধারা থেকে বাদ দেয়া প্রয়োজন। (খ) "**অনলাইন যৌন হয়রানি"** বলতে প্রযুক্তি-উদ্ভুত অবাঞ্ছিত যৌন আগ্রহ প্রকাশ, যৌন সুবিধার অনুরোধ, যৌন প্রকৃতির আচরণ বা অঙ্গভঙ্গি, অথবা অন্য যেকোনো যৌন প্রকৃতির আচরণ বোঝায়। এর মধ্যে বারবার নগ্ন ছবি চাওয়া বা

[1]. United Nations General Assembly, "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: technology-facilitated violence against women and girls", A/79/500 (8 October 2024) https://docs.un.org/en/A/79/500; Social Development Direct, "Technology-Facilitated Gender-Based Violence: Preliminary Landscape Analysis" (July 2023) https://www.sddirect.org.uk/sites/default/files/2023-07/Global%20Partnership%20TFGBV%20Preliminary%20Landscape%20Analysis.pdf; United Nations Population Fund, "Technology-Facilitated Gender-Based Violence: A Growing Threat" (25 November 2024) https://www.unfpa.org/TFGBV, accessed 02 February, 2025.

	যথাযথভাবে সংজ্ঞায়ন করেনি। অধ্যদেশে এসব ফাঁক ক্ষতিকর বলে বিবেচিত বিষয়বস্তুর বিষয়ে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে এবং প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের অসঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। “অশ্লীল" হিসেবে বিবেচিত ভিডিওকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এখনও একটি গুরুতর আইনি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে, যা ঔপনিবেশিক যুগের দণ্ডবিধি, ১৮৬০ থেকে প্রাপ্ত নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানদণ্ড দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। অধ্যদেশে এমন বিষয়ভিত্তিক (subjective) শব্দের প্রয়োগ স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এবং আইনী ব্যবস্থার ভয় জনগণের বাক্-স্বাধীনতাকে আরো সংকুচিত করতে পারে যা বিশেষ করে নারীদের ওপর বৈষম্যমূলক প্রভাব ফেলতে পারে এবং কনটেন্ট নির্মাতা, শিল্পী ও ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-censorship) সংস্কৃতি প্রচারে ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে আইনের প্রয়োগ জটিল হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে নারীদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা বিষয়ক আইন প্রায়ই অপব্যবহৃত হয়, যেমন; ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, যা নৈতিক পুলিশিংয়ের (moral policing) ঘটনাকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। যদি খসড়া	সাইবারফ্ল্যাশিং, সেক্সটরশন, অথবা রিভেঞ্জ পর্ণ এর মতো কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। (গ) **‘সাইবারফ্ল্যাশিং’** কে সংজ্ঞায়ন করা যেতে পারে চিত্র-ভিত্তিক নিপীড়নের একটি রূপ হিসেবে, যেখানে কোনও ব্যক্তির যৌনাঙ্গের ছবি বা যৌন উদ্দীপক উপাদান অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে পাঠানো হয়। এর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত পর্নোগ্রাফি, সহিংস ধর্ষণ পর্ন GIF, বা রূপান্তরিত ছবি যার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির ছবি যৌনকরণ করা তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। (ঘ) **‘সেক্সটরশন**’ এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী, যা এমন একটি কার্যকলাপকে বোঝাবে যেখানে একজন ব্যক্তি অন্য কারও যৌন সংক্রান্ত ছবি সংরক্ষণ করে বা সংরক্ষণ করে রাখার দাবি করে এবং তা ব্যবহার করে ঐ ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোকিছু করতে বাধ্য বা অন্যায়ভাবে কোন সুবিধা আদায় করে থাকে। (ঙ) যুক্তরাজ্যের Sexual Offences Act, 2003 সংশোধন করে যুক্তরাজ্যের Online Safety Act 2023 -এর ধারা ১৮৮ তে উল্লেখিত অব্যাহতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে **রিভেঞ্জ পর্ন** এর সংজ্ঞায়ন করা উচিত যার অর্থ হবে সম্মতি ছাড়া অন্তরঙ্গ ছবি বা ভিডিও অপরের সাথে শেয়ার করা।

	অধ্যাদেশ কার্যকর করা হয়, তাহলে একই অপরাধের জন্য দণ্ডবিধি,পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন এবং সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের-এর অধীনে একাধিক মামলা পরিচালনার সুযোগ তৈরি হবে, কারণ তিনটি আইনেই 'অশ্লীলতা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সুনির্দিষ্ট বিচারিক সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি। পাশাপাশি, "ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শক" কনটেন্ট নির্ধারণের মানদণ্ড আপেক্ষিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পরিবর্তনশীল বিধায় এ ধারা স্বেচ্ছাচারী এবং অবাধ ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।	(চ) **"অশ্লীল উপাদান"** শব্দটি অধ্যাদেশের অপব্যবহার রোধ করতে বাতিল করা উচিত। (ছ) পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-কে সাইবার নিরাপত্তা অধ্যদেশের মাধ্যমে সংশোধন করে ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান এবং ডিজিটাল অ-সম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফি-কে অপরাধ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা অতীব জরুরী। এছাড়া, ডিজিটাল পর্নোগ্রাফি, ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান, এবং ডিজিটাল অ-সম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফি-এর সংজ্ঞা সংযোজন করা উচিত, যাতে আইন প্রয়োগে স্পষ্টতা, সামঞ্জস্য এবং অনলাইন ক্ষতির যথাযথ প্রতিকার নিশ্চিত করা যায়। (১) ডিজিটাল পর্নোগ্রাফি" বলতে যেকোনো মাধ্যমের এমন উপাদানকে বোঝানো হয়, যা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে এবং যেখানে স্পষ্টভাবে ও প্রধানত কোনো ব্যক্তির বাস্তব বা অনুকৃত (simulated) যৌনভাবে উদ্দীপক কার্যকলাপ, যৌনসংক্রান্ত যোগাযোগ, যৌনাঙ্গ, যৌন শোষণ বা নির্যাতন, বা যৌন পরিষেবা প্রদর্শিত বা বর্ণিত হয়েছে। এবং যা সাহিত্যিক, গবেষণা, শিল্প, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক, গণমাধ্যম প্রতিবেদন, আইন প্রয়োগ ও অপরাধ তদন্ত, চিকিৎসা, বা বৈজ্ঞানিক মূল্য বা উদ্দেশ্য বহন করে না। এ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এটি অবিবেচ্য

		যে, উপাদানটি যৌন উত্তেজনা বা পরিতোষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে কি-না। তবে, শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান, অ-সম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফি, বা প্রযুক্তি-উদ্ভুত যৌন সহিংসতা (technology-facilitated sexual violence) এর আওতাভুক্ত থাকবে না। শর্ত থাকবে যে কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা ছাড়া "তৈরি" শব্দের বিভিন্ন বিকল্পকেও আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে যেকোনো ডিজিটাল বা ভিজ্যুয়াল উপাদান বা উপস্থাপনা তৈরি, পরিবর্তন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশ্লেষণ (synthesizing), সুপারইমপোজ বা অন্য কোনোভাবে সংশোধন করাকেও বোঝাবে, যাতে তা বাস্তব ব্যক্তির মতো দেখায় বা উপস্থাপিত হয়, তা সে আসল চিত্র থেকে নেওয়া হোক বা সম্পূর্ণ ডিজিটাল উপায়ে তৈরি হোক। (২) **ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান:** "ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান" অর্থ যে কোনও মাধ্যমে, কোনও ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে তৈরি করা কোনও উপাদান বা উপস্থাপনা যা: i. দৃষ্টিগত, শ্রবণযোগ্য, বা পাঠ্যগতভাবে, অথবা অন্যথায়, চিত্রিত বা বর্ণনা করে, যা: ● বাস্তব বা অনুকৃত (simulated) যৌন সম্পর্কিত স্পষ্ট কার্যকলাপ, অথবা ● কোনো যৌন অঙ্গ, অথবা

		• যৌন শোষণ বা নির্যাতন, অথবা যৌনসেবা; অথবা • শিশুসহ অন্য ব্যক্তির সাথে যৌনতাপূর্ণ যোগাযোগ, অথবা • প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত যৌন অপরাধ শিশু আইন, ২০১৩ (আইন নং ২৪ এর ২০১৩) এর ধারা ২(১৭) ও ৪ এ সংজ্ঞায়িত কোনো শিশুর সম্পর্কিত বা উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। ii. দৃষ্টিগত, শ্রবণযোগ্য, বা পাঠ্যগতভাবে, অথবা অন্যথায়, কোনো শিশুকে প্ররোচিত, উত্তেজিত, উৎসাহিত বা নির্দেশিত করে: • কোনো বাস্তব বা অনুকৃত (simulated) যৌনতাপূর্ণ কাজে জড়িত হতে বা পর্যবেক্ষণ করতে, অথবা • কোনো যৌন অঙ্গ প্রদর্শন করতে, অথবা • যৌন শোষণ বা নির্যাতন, অথবা যৌন সেবায় জড়িত হতে বা সহায়তা করতে, অথবা • শিশুসহ অন্য ব্যক্তির সাথে যৌনতাপূর্ণ যোগাযোগে জড়িত হতে বা পর্যবেক্ষণ করতে, অথবা • প্রযোজ্য আইনে সংজ্ঞায়িত অন্যান্য যৌন অপরাধে জড়িত হতে বা সহায়তা করতে, যার মধ্যে রয়েছে যৌন সেবার জন্য অর্থ প্রদান বা গ্রহণ করা, যৌন শোষণের জন্য কোনও শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা যৌন উদ্দেশ্যে কোনও শিশুকে প্রলুব্ধ করা, অথবা

		iii. দৃষ্টিগত, শ্রবণযোগ্য, বা পাঠ্যগতভাবে, অথবা অন্যথায় প্ররোচনা, উত্তেজনা, উৎসাহ বা নির্দেশ দিয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো সাহায্য বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন শিশুকে; ● কোনো বাস্তব বা অনুকৃত (simulated) যৌনতাপূর্ণ কাজে জড়িত হতে বা পর্যবেক্ষণ করতে, অথবা ● কোনো যৌন অঙ্গ প্রদর্শন করতে, অথবা ● যৌন শোষণ বা নির্যাতন, অথবা যৌন সেবায় জড়িত হতে বা সহায়তা করতে, অথবা ● শিশুসহ অন্য ব্যক্তির সাথে যৌনতাপূর্ণ যোগাযোগে জড়িত হতে বা পর্যবেক্ষণ করতে, অথবা ● প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত অন্যান্য যৌন অপরাধে জড়িত হতে বা সহায়তা করতে, যার মধ্যে রয়েছে যৌন সেবার জন্য অর্থ প্রদান বা গ্রহণ করা, যৌন শোষণের জন্য কোনও শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা যৌন উদ্দেশ্যে কোনও শিশুকে প্রলুব্ধ করা; তবে শর্ত থাকে যে, এ ধরনের উপাদান যৌন উত্তেজনা বা পরিতৃপ্তি সৃষ্টি বা প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে কিনা তা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচ্য হবে। **ব্যতিক্রম:** এ ধরনের যেকোনো উপাদান যা স্পষ্টভাবে আইন প্রয়োগের স্বার্থে বা অপরাধ তদন্ত, চিকিৎসা সেবা, বা অনুমোদিত গবেষণা, শিক্ষা, বা গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র বৈধ উদ্দেশ্যে তৈরি এবং/অথবা ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।

		৩. ডিজিটাল অ-সম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফি "ডিজিটাল অ-সম্মতিমূলক পর্নোগ্রাফি" অর্থ যে কোনও মাধ্যমে, কোনও ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে তৈরি করা কোনও উপাদান, যা কোনও ব্যক্তির, কোনও বাস্তব বা অনুকৃত যৌনতাপূর্ণ কাজ, বা কোনও যৌন অঙ্গ, বা কোনও যৌন শোষণ বা নির্যাতন, বা কোনও যৌন সেবার চিত্রিত বা বর্ণনা করে, যেখানে কন্টেন্টে থাকা এক বা একাধিক ব্যক্তি- এ ধরনের উপাদানের রেকর্ডিং, উৎপাদন, দখল, বিপণন, প্রচার, ক্রয়, বিক্রয় এবং প্রদর্শনের জন্য স্পষ্ট, অবহিত এবং স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান করেনি। তবে শর্ত থাকে যে, এ ধরনের উপাদান যৌন উত্তেজনা বা পরিতৃপ্তি সৃষ্টি বা প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে কিনা তা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচ্য হবে। **ব্যতিক্রম:** এ ধরনের যেকোনো উপাদান যা স্পষ্টভাবে আইন প্রয়োগের স্বার্থে বা অপরাধ তদন্ত, চিকিৎসা সেবা, বা অনুমোদিত গবেষণা, শিক্ষা, বা গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র বৈধ উদ্দেশ্যে তৈরি এবং/অথবা ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।
ধর্মীয় বিদ্বেষ		
ধারা	**পর্যবেক্ষণ ও মতামত**	সুপারিশমালা
২৬	কোনও ধর্ম বা তার অনুসারীদের প্রতি 'ঘৃণা', 'বিদ্বেষ' বা 'উস্কানিমূলক' কোন কিছু সাইবার স্পেসে প্রকাশ করলে তা অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হবে। এই বিধানের অস্পষ্ট ভাষা ধর্মের নামে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র বহির্ভুত প্রতিনিধিদের দ্বারা	এই বিধান পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে কোনো আইন যা ধর্ম সংক্রান্ত বক্তব্য সীমিতি করে, তা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট কিছু বক্তৃতাকে সীমিত করা উচিৎ যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির ধর্মীয় এবং বিশ্বাসের পটভূমির

	মানবাধিকার লঙ্ঘনকে উৎসাহিত করার ঝুঁকি তৈরি করে এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আইনি নিশ্চয়তার সাথে তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ (আইসিসিপিআর)-এর ২০ নং অনুচ্ছেদ বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতাকে উস্কে দেয় এমন বক্তবে নিষেধাজ্ঞা দেয় । অধ্যাদেশে নিছক উস্কানিমূলক বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা ২০ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যের সীমা লংঘন করতে পারে। 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' থেকে সরে এসে 'ঘৃণা, বিদ্বেষ বা উস্কানিমূলক বক্তব্য' কে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করার পদক্ষেপকে আমরা সাধুবাদ জানায়। তবে ধারা ব্যবহৃত শব্দের অস্পষ্টতা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করতে পারে। এটি গঠনমূলক সমালোচনা, ধর্ম, ধর্মীয় অনুশীলন বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গুণগত বিতর্ক দমন করার ঝুঁকি তৈরি করে, যা অনেকসময় মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই মানদণ্ডের ব্যাখ্যা প্রদানকারী বিভিন্ন বিচারব্যবস্থা ব্যাখ্যা মতে কোন উক্তি বা বক্তব্য যা অপমান করে, ব্যাঘাত ঘটায় বা বিক্ষুদ্ধ করে, তাও এখন সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। পূর্বে ডিএসএর অধীনে ”ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত’ এ অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল যার মধ্যে একজন বাউল গায়ক	উপর ভিত্তি করে করা হয় এবং যদি এটি ধর্মীয় ঘৃণা হিসেবে গণ্য হয় যা বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতাকে প্ররোচিত করে (A/HRC/22/17/Add.4)।[2] উপরন্তু, এর অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার জন্য পদ্ধতিগত সুরক্ষা প্রদান করা, মামলা চালানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত বিচার বিভাগীয় অনুমোদন এবং মামলা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণমূলক মান সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।

[2] “Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred”https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g13/101/49/pdf/g1310149.pdf

	এবং ১৭ বছর বয়সী দুই মেয়ের বিরুদ্ধে মামলার কথা উল্লেখ্য । যারা কেবল তাদের অনলাইন পোস্টের জন্য এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে ছিল, যা কিছু লোকের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিলো। উস্কানিমূলক বক্তব্যকে শাস্তি দিলে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকতে পারে। সেইসাথে এ ধারার অধীনে মামলা দায়ের করার আগে বিচারিক অনুমোদনের প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বিধানটি কোনও পদ্ধতিগত সুরক্ষা প্রদান করে না।	
সাইবার সন্ত্রাসী		
ধারা	**পর্যবেক্ষণ ও মতামত**	**সুপারিশমালা**
২৩	সাইবার সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত ধারা ২৩, যা সিএসএ এবং ডিএসএ এর সাইবার সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত ধারা অনুকরণ করে যা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং অস্পষ্ট, এবং সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞার উপাদানগুলিকে উল্লেখ করে না। দশ বছরের কারাদণ্ড এবং/অথবা এক কোটি টাকার জরিমানা এই বিধানটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়, ফলে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বিধানটি কঠোর করা হোক এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হোক।	সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রচার ও সুরক্ষায় বিশেষ প্রতিবেদক (Special Rapporteur) দ্বারা নির্ধারিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা উচিত। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক উচ্চকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR) কর্তৃক জুন ২০২২ সালে বাংলাদেশ সরকারের কাছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত নোটে প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা ও প্রচারের জন্য নিযুক্ত বিশেষ প্রতিবেদকের সংজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত। OHCHR সুপারিশ করেছে যে, সন্ত্রাসবিরোধী অপরাধ, যার মধ্যে সাইবার সন্ত্রাসবাদও অন্তর্ভুক্ত, তা শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে

		সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যেখানে নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত একত্রে পূরণ হয়: (ক) মৃত্যু বা গুরুতর শারীরিক ক্ষতি সাধন অথবা জিম্মি করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত কার্যক্রম; (খ) জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি, জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, বা সরকার কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোনো কার্য সম্পাদনে বা তা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত কার্যক্রম; (গ) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত কনভেনশন ও প্রোটোকলের আওতায় থাকা এবং এতে সংজ্ঞায়িত অপরাধসমূহের অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম। এছাড়া সংশোধিত ধারাটি সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, কেবলমাত্র সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হবে। সেসাথে বৈষম্যহীন এবং পশ্চাদমুখী (non-retroactive) প্রযোজ্যতা মুক্ত হবে।
মামলা দায়ের, বিচার ও আপিল		
ধারা	**পর্যবেক্ষণ ও মতামত**	**সুপারিশমালা**
৪০	অধ্যাদেশে শুধুমাত্র সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, তাদের প্রতিনিধি বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়ে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে আইনের অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, যেহেতু উসকানিমূলক ধর্মীয় বিবৃতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, অধ্যাদেশ যে কেউকে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থানের দাবি করার সুযোগ দেয়, তাই এ ধারা আইনের অপব্যবহার	সাইবার নিরাপত্তা হুমকি যেমন হ্যাকিং, ম্যালওয়্যার, বা পদ্ধতিগত আক্রমণ, অথবা অনলাইন ক্ষতি যেমন যৌন হয়রানি সৃষ্টিকারী অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার জন্য, শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মামলা দায়ের করার বাধ্যতামূলক শর্তটি বাদ দেওয়া উচিত।

	প্রতিরোধে ব্যর্থ হবে। অপরদিকে, অধ্যাদেশের এধরনের সীমাবদ্ধতা সাইবার অপরাধগুলির মোকাবিলা করার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যেমন হ্যাকিং, ম্যালওয়্যার বা পদ্ধতিগত আক্রমণ, যা নির্দিষ্ট কোনো ভুক্তভোগীকে চিহ্নিত করা ব্যতীত বৃহত্তর সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। সেইসাথে, বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে, ডিএসএ কার্যকর থাকাকালীন অনেক মামলা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। দেখা যায় যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অনেক সময় ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, যা খসড়া অধ্যাদেশের অধীনে 'যৌন হয়রানি' র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন অনুপস্থিতি, মামলা দায়ের করতে গেলে ভুক্তভোগীদের ভয় দেখানো এবং প্রকৃত মামলা নথিভুক্ত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনীহা থাকলে, আশঙ্খা থাকে যে যৌন হয়রানিসহ সকল অনলাইন অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা সহজে দায় থেকে মুক্তি পেতে পারে।	
সাইবার নিরাপত্তা		
ধারা	**পর্যবেক্ষণ ও মতামত**	**সুপারিশমালা**
১৮	খসড়াটি কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদিতে বেআইনী প্রবেশ (হ্যাকিং) বা সহায়তার জন্য শাস্তি প্রদান করে (ধারা ১৮) কিন্তু বিদ্যমান বিধানের অস্পষ্টতা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করার অভিপ্রায় ছাড়াই মামলার পক্ষগুলোকে এর প্রয়োগের	বে-আইনী প্রবেশের সহায়তা কী হিসাবে গণ্য হবে তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন যাতে অনিচ্ছাকৃত সহায়তাকে শাস্তিযোগ্য না করা হয় এবং অনিচ্ছাকৃত সহায়তা ও বৈধ নিরাপত্তা পরীক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্পষ্টভাবে এ ধরনের অপরাধ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়।

	ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৈধ নিরাপত্তা পরীক্ষাকে অধ্যাদেশে সুস্পষ্টভাবে অব্যাহতি দেয়া হয়নি যার কারণে এটিও শাস্তিযোগ্য হতে পারে। সেসাথে খসড়া আইনে হ্যাকিংকেও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। অধিকন্তু, নিষ্ক্রিয় জ্ঞান (passive knowledge) বা অপ্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা, যেমন; বেআইনী প্রবেশে অনিচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করলে তা শাস্তিযোগ্য দেওয়া হবে কিনা তা অধ্যাদেশে অস্পষ্ট।	
১৫ এবং ১৭	প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ, ২০২৫, স্পষ্ট মানদণ্ড ছাড়াই সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো (Critical Information Infrastructure বা CII) ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান (ধারা ১৫) করে উক্ত অবকাঠামোতে বে-আইনী প্রবেশকে (ধারা ১৭) শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যদেশ সিআইআই এ বিভিন্ন ধরনের বেআইনী প্রবেশের স্তরের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করে না। উদাহরণস্বরূপ, সিআইআই এ অ-সংবেদনশীল (non-sensitive) এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল (highly sensitive) তথ্য। এ ধারা সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার নির্দিষ্ট নির্দেশনা, ঘটনা মোকাবিলার পদ্ধতি বা প্রযুক্তিগত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে না, যা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।	ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বা অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) দ্বারা গৃহীত সংজ্ঞা অনুসরণ করে সিআইআই’ কে সংজ্ঞায়িত করা জরুরী। সিআইআই এর শ্রেণিবিভাগ করার জন্য সুনির্দিষ্ট পূর্বশর্ত ও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং এ খাতের সংবেদনশীলতার স্তর নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যাতে তুলনামূলক অ-সংবেদনশীল পরিকাঠামোতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আইনি পরিণতি অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিকাঠামোতে প্রবেশের থেকে কম হয়। প্রযুক্তিগত সমাধান উন্নত করতে, সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সি (সিআইএসএ)-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে বাধ্যতামূলক সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ঘটনা যথাযথ নিষ্পত্তির পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত মানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার শর্তগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী, যা সিআইআই এর নিরাপত্তা নির্দেশিকা ও এর প্রয়োগিক দিকগুলোকে সম্বোধন করে। সেই সাথে

		সিআইআই কে সুরক্ষিত রাখার জন্য OEC 'র সুপারিশগুলি এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা পরিচালকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং ঘটনাগুলো রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে ইইউ'র এনআইএস এর নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।
১৯	সাইবারস্পেসে কম্পিউটার এবং ভৌত অবকাঠামোতে প্রবেশে বাধা প্রদান শাস্তিযোগ্য (ধারা ১৯) তবে " বাধা " শব্দটির বিস্তৃত ব্যবহার, যেকোন তুচ্ছ বাধা এবং বৈধ নিরাপত্তা বা গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে বাধা প্রদানকে ও শাস্তির আওতায় আনতে পারে।	বেআইনি বাধা এবং বৈধ নিরাপত্তা বা গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে বাধা প্রদানের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য "বাধা" শব্দটিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা অব্যশক।
২১ এবং ২২	সাইবার স্পেসে জালিয়াতি (ধারা ২১) শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে, যেখানে "জালিয়াতি" অস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে "বিনা অধিকার" বা "প্রদত্ত অধিকারের অতিরিক্ত" বা "অনধিকার চর্চা" হিসেবে, তবে অধিকার প্রদানের কর্তৃপক্ষ বা অধিকার লঙ্ঘনের স্পষ্ট কোনো মানদণ্ড অধ্যদেশে নেইনেই। সাইবারস্পেসে প্রতারণা (ধারা ২২) ক্ষেত্রে "ইচ্ছাকৃত বা জ্ঞাতসারে" এবং "মূল্য বা উপযোগিতা" এর মতো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় প্রমাণ করাকে জটিল করে তোলে এবং বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যার সুযোগে সৃষ্টি করে যা একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন আইনি সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে ।	কার কাছে প্রবেশের অধিকার প্রদানের কর্তৃত্ব রয়েছে তার স্পষ্ট ধারনা আইনে থাকা দরকার এবং জালিয়াতি এবং জালিয়াতির বিষয়ে অস্পষ্টতা দূর করতে "অনধিকার চর্চা" কীভাতে হতে পারে তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ধারার আপেক্ষিকতা বা বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যার সুযোগ কমাতে এবং সাইবার জালিয়াতিকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে "ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে" শব্দগুলোকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা দরকার।
প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ		
ধারা	**পর্যবেক্ষণ ও মতামত**	**সুপারিশমালা**

২ (১)(য)	সাইবারস্পেস নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত খসড়া আইনে, "সাইবারস্পেস" শব্দকে একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহের ব্যাপক পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রায় প্রতিটি আধুনিক প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার ফলে, "সাইবারস্পেস", "ডিজিটাল ডিভাইস" অথবা "ভার্চুয়াল" ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাগুলোয় অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে। এছাড়া যেহেতু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগ রয়েছে এবং এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এদেরকে একত্রে অন্তর্ভুক্ত করা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।	সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও সিস্টেমসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং অধিকতর বোধগম্যতা ও কার্যকারিতার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণীতে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত।
	প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সম্পদঃ প্রণীত খসড়াটি সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত লঙ্ঘনসমূহ সনাক্ত, প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সম্পদ বরাদ্দের যথাযথ রূপরেখা প্রদান করে না।	আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত লঙ্ঘনসমূহ কার্যকরভাবে শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার জন্য যেসকল যোগ্যতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন তা যেন আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।
	শাস্তি নির্ধারণঃ উক্ত খসড়াটি, এর পূর্বসূরি সাইবার নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য ফৌজদারি আইনের মতো, এর অধীনে সংঘটিত অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রবিধান প্রতিষ্ঠা করে, তবে এতে শাস্তি নির্ধারণের কোনোও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করা হয় নি। এর ফলে,	লঘুদন্ডের অপরাধের জন্য জরিমানা বা সামাজিক সেবামূলক কাজ অর্থ্যাৎ নন-পুনেটিভ শাস্তি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সামঞ্জস্যপূর্ণ, ন্যায্য ও সুসঙ্গত শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সুস্পষ্ট শাস্তির নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এক্ষেত্রে অপরাধসমূহের গুরুতরতা, গুরুতরতা বৃদ্ধি ও হ্রাসের উপাদান, শাস্তির পরিধি এবং কমিউনিটি সেবা, প্রবেশন বা জরিমানার মতো বিষয়কে অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

	আইনানুগ দোষী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অসঙ্গত শাস্তি নির্ধারণের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।	
	সাইবার নিরাপত্তা (cybersecurity) এবং সাইবার সুরক্ষা (cyber safety) ব্যবস্থাকে একটি একক আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে সাইবার সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতে পারে, যেখানে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেতে পারে। পাশাপাশি, এ দুটি বিষয় একত্রিত করা হলে আইনের অস্পষ্টতা, সাংঘর্ষিক বিধান এবং প্রয়োগজনিত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, কেননা সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এছাড়া এ জটিলতা আইনগুলির কার্যকর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাঁধা তৈরি করতে পারে।	সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার সুরক্ষার সংক্রান্ত সুরক্ষার জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন করা দরকার, যাতে অধ্যাদেশের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগজনিত জটিলতা হ্রাস করা যায় এবং এর কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। খসড়া অধ্যাদেশটি সাইবার নিরাপত্তা আইনসমূহের আওতাভুক্ত বিস্তৃত দিকের একটি অংশকে মাত্র সম্বোধন করে। সুতরাং, এ বিষয়ে একটি আলাদা ও পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় আয়োজন করা উচিত।
পদ্ধতিসমূহ:		
ধারা	**পর্যবেক্ষণ ও মতামত**	**সুপারিশমালা**
৮	**ব্লক করার ক্ষমতা:** তথ্য-উপাত্ত ব্লক করার পূর্বশর্ত (CSA এবং DSA এর অধীনে) আগের মতই রয়ে গেছে এবং "সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলাকে ক্ষুন্ন করা" শব্দগুলিকে এখনো অপরিবর্তিত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে। এই শব্দগুলো বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত এবং ইচ্ছামতো প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে, যা মুক্ত বক্তৃতার সীমাবদ্ধতা ও নজরদারির ব্যাপক সুযোগ তৈরি করতে পারে।	অস্পষ্ট ভিত্তিতে মহাপরিচালককে দেয়া একচ্ছত্র এবং নিরবচ্ছিন্ন ব্লকিং ক্ষমতাগুলি বাতিল করা প্রয়োজন। সেই সাথে সরকার থেকে সাংগঠনিক স্বাধীনতা সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত যা তথ্য-উপাত্ত ব্লক সম্পর্কিত দায়িত্ব পরিচালনা করবে। ক. আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের অধীনে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর অনুমোদিত বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করে

	এছাড়াও কোনো ধরনের স্বাধীন তদারকি ছাড়াই সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে তথ্য-উপাত্ত ব্লক করার জন্য BTRC বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে সুপারিশ করার জন্য বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এটিমহাপরিচালক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার ঝুঁকি তৈরি করে, যার ফলে ধারার সম্ভাব্য অপব্যবহারের সুযোগ তৈরী করে। BTRC বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উভয়কেই ব্লকিংয়ের ক্ষমতা দেয়ার দায়িত্ব ও এখতিয়ারের অস্পষ্টতার কারণে বড় ধরনের প্রয়োগজনিত উদ্বেগ সৃষ্টি করে। পূর্বের CSA এবং DSA-এর মতো কোনো বিষয়বস্তু ব্লক করার জন্য সরকারি সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কাছে অনুরোধ জানানোর এবং ব্লক করা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা নজরদারির সুযোগ উন্মুক্ত রাখে।	ব্লকযোগ্য বিষয়বস্তু শ্রেণীবিভাগ করে তার সংজ্ঞায়ন করা জরুরী। খ. পদ্ধতিগত সুরক্ষাগুলি মেনে আদালতের আদেশের মাধ্যমে ব্লক বা তথ্য অপসারণ অনুমোদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয়, যার মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে: • ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীদের ব্লকিং আবেদনের উপর শুনানী অনুমতি দেওয়া। • ব্লক করার সিদ্ধান্তগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ব্যবহারকারীদের পোস্ট-ফ্যাক্টাম অধিকার প্রদান করা,তার পাশাপশি ব্লক করা বিষয়বস্তুর কারণ,জড়িত পক্ষ এবং পরবর্তীতে আপিল বা প্রতিকারের জন্য স্পষ্ট তথ্য উল্লেখ করে দৃশ্যমান বিজ্ঞপ্তি প্রদান করার বিধান রাখা। • নিরপেক্ষ আদালত দ্বারা ব্লকিং আবেদন দ্রুত পর্যালোচনা নিশ্চিত করা । এবং • পূর্বের সেন্সরশিপ এড়াতে ব্লক করার সময়কাল সীমিত এবং নির্দিষ্ট করা।
৩৪	**পরোয়ানার মাধ্যমে তল্লাশি ও জব্দ (ধারা ৩৪):** প্রস্তাবিত খসড়া পুলিশ কর্মকর্তাদের "বিশ্বাস করেন" যে এ আইনের অধীনে কোনো অপরাধ হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তারা যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বা ট্রাফিক ডেটা হস্তগত করতে পারেন। তবে, ওয়ারেন্টের অধীনে তারা কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে চান, তা নির্দিষ্ট করার কোনো সুযোগ রাখে নি। পাশাপাশি, "বিশ্বাস করার কারণ" কীভাবে	**সুপারিশ:** স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য, পরোয়ানার মাধ্যমে পুলিশ অফিসার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং কোন পদ্ধতিতে পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে।“বিশ্বাস করার কারণ” এর স্পষ্ট মানদন্ড থাকা প্রয়োজন যাতে করে এ ধারার বিষয়ভিত্তিক ব্যখ্যার সুযোগ সীমিত থাকে । এ বিধানের সম্ভাব্য অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা

	নির্ধারণ করা হবে তার কোনো স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় এটি ব্যক্তিগত এবং বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যার সুযোগ রেখে দেয়।	সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এ মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে পরোয়ানাগুলি পর্যালোচনা এবং অনুমোদন দেয়ার জন্য একটি স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থার কথাও অধ্যাদেশে উল্লেখ করা প্রয়োজন।
৩৫	**পরোয়ানার ব্যতিরেকে তল্লাশি ও জব্দ (ধারা ৩৫):** প্রস্তাবিত খসড়া পুলিশকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই যেকোনো স্থানে প্রবেশ এবং তল্লাশি করার অনুমতি দেয় যদি তারা সন্দেহ করে যে, সিআইআই হ্যাকিং বা সাইবার আক্রমণ ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে পারে বা সাক্ষ্য-প্রমাণাদি নষ্ট হতে পারে। । খসড়াটি "হ্যাকিং" বা "সাইবার আক্রমণ" সংজ্ঞায়িত করে না এবং সরকার স্পষ্ট মানদণ্ড প্রদান না করেই, কোন পরিকাঠামো সিআইআই হিসাবে বিবেচিত হবে তা নির্ধারণের পূর্ণ বিবেচনাধিকার সংরক্ষণ করে। সেইসাথে সিআইআই-তে অননুমোদিত প্রবেশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে স্পষ্ট মানদন্ড যেমন: অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিকাঠামোতে প্রবেশ অথবা অ-সংবেদনশীল পরিকাঠামেতে প্রবেশে একই পরিণাম হবে কি-না তা উল্লেখ না থাকায় ধারাটির অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু যেকোন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি ও জব্দ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এই খসড়াটি বাড়ির গোপনীয়তার সাংবিধানিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক, যা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা বা স্বাস্থ্যের জন্য সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে এবং এই বিধানের অধীনে	সংবিধানগত মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী কেবল সেই অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে সীমিত রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যা গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষনে আরোপিত বিধিনিষেধ পূরণ করে।

	ভিত্তিগুলি অনির্ধারিত, সাইবার আক্রমণ বা হ্যাকিং হিসাবে লেবেলযুক্ত সমস্ত কাজ সাংবিধানিক মানদণ্ডের সাথে সাংবিধানিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারে না।	
৩৫	**পরোয়ানার ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার** (ধারা ৩৫): শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করার অনুমতি আইন অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। পূর্বের বাতিলকৃত সিএসএ, ডিএসএর মতোই এ অধ্যদেশের অধীনে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়ায় গ্রেফতার করার সুযোগ রাখা হয়েছে। সেই সাথে এ ধরনের গ্রেফতার কারো ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নয় বরং বৈধভাবে করা হবে তা নিশ্চিতের জন্য কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নির্দেশিকাও রাখা হয়নি। অতীতে এ ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়মিতভাবে করা হয়েছে, বিশেষ করে সিএসএ, ডিএসএ, এবং আইসিটিএ-এর আওতায় ভিন্নমত পোষণকারীদের, এমনকি শিশুদেরও গ্রেপ্তারের জন্য।	পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার সীমিত করা জরুরী। শুধুমাত্র শরীর ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার (threat to body and personal safety) এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি সৃষ্টিকারী অপরাধের ক্ষেত্রেই পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করার বিধান রাখা উচিত। আইনানুগ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই গ্রেফতার নিশ্চিত করার জন্য গ্রেফতার এবং পরোয়ানা সম্পর্কে নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা প্রদান করা আবশ্যক।
৩২	**তদন্ত:** অধ্যদেশে কোনো নির্দিষ্ট শর্তের উল্লেখ নেই, যার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল সময়সীমা অতিক্রমের পরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে।	নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে তদন্ত অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালগুলি যেন একক এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করা দরকার এবং এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমই যেন নিয়মিত চর্চায় পরিণত না হয় সে ব্যপারে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।
১২	জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল, একটি সরকারী সংস্থা, যা কন্টেন্ট ব্লক, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা সহ উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব ধারণ করেন।	• সরকারের প্রভাব ব্যতীত স্বাধীন জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত, এর কার্যাবলীকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং

	প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলে বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মোট ১৭ জন সদস্য রয়েছে। তবে. এই সদস্যদের সাইবার নিরাপত্তা বা প্রযুক্তিগত বিষয়ে সামগ্রীক জ্ঞান এবং এ ব্যপারে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে, যা অধ্যাদেশ বাস্তবায়নে এজেন্সিকে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যদের ভূমিকা পালনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। এনটিএমসি এবং এনএসআই-এর মতো নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্তি সিএসএ এবং এর পূর্বসূরি, ডিএসএ-এর মতো নজরদারি কার্যক্রমের অনুমতি দেয়। তাছাড়া এই সংস্থাগুলোর কোনোটির কার্যক্রমের জন্য স্বাধীন তদারকি বা আদালতের অনুমোদনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে এবং তাদের ব্যাপক নজরদারি ক্ষমতা প্রদান করে।	এজেন্সিকে দায়বদ্ধ রাখার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা অতীব জরুরী। একইভাবে, সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং এজেন্সি পরিচালনার ক্ষেত্রে কাউন্সিলের ভূমিকার বিষয়ে স্পষ্টতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলে সাইবার সিকিউরিটি বা প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সীর স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করা দরকার। • স্বাধীনতা এবং চেক অ্যান্ড ব্যালান্স নিশ্চিতের জন্য সরকারের থেকে আলাদা স্বাধীন ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।
বিচার প্রক্রিয়া:		
	উদ্বেগসমূহ	সুপারিশ
	ক. পূর্বের সিএসএ ও ডিএসএ’র মতো, কোনো শিশু সাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হলে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে তার বিচার হবে সে বিষয়ে কোন আলাদা বিধানের উল্লেখ করে না। যেহেতু এধরনের অভিযোগ শিশু আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ উভয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকার কারণে এটি আইনজীবীদের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করবে। যদিও খসড়ায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য	ক. খসড়া অধ্যাদেশের উপর যাতে শিশু আইনের বিধানগুলি প্রাধান্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। খ. সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা অন্যান্য ইন্টারনেট অপরাধ সংক্রান্ত আইনের অধীনে যাতে অভিযুক্ত শিশুদের মামলা সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়, এবং সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সাইবার ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথেশিশু অধিকার বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরী।

	আইনের উপরে এ অধ্যাদেশ অগ্রাধিকার পাবে, তবে এখন পর্যন্ত এধরনের মামলাগুলিতে ট্রাইব্যুনাল কোন আইন ব্যবহার করবে তা স্পষ্ট নয়। খ. সিএসএ- এর অধীনে অভিযোগপ্রাপ্ত শিশুদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের কাছে বিচারের জন্য পাঠানো হয়, কোন ধরনের স্পষ্ট বিধান না থাকায় খসড়া অধ্যাদেশের অধীনে অভিযোগপ্রাপ্ত শিশুদের জন্যেও একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে বলে আশা করা যায়। যেহেতু, উক্ত ট্রাইব্যুনালগুলির বিচারকরা সাইবার বা প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ লাভ করেননি, শিশুদের সম্পর্কিত সাইবার মামলা সঠিক সংবেদনশীলতা এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিশেষজ্ঞতার অভাব একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে । গ. পূর্বসূরী আইনগুলোকে অনুসরণ করে এ খসড়া অধ্যাদেশে অভিযুক্তের বিচারিক কার্যক্রমে ডিজিটাল ফরেনসিক প্রমাণের বাধ্যতামূলক করা হয়নি, যার ফলে প্রমাণ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অসঙ্গত মানদণ্ড তৈরি হয় এবং ন্যায়বিচার ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়।	গ. ডিজিটাল ফরেনসিক সাক্ষ্যকে সাইবার অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আমলে নেয়া বাধ্যতামূলক করা দরকার। ঘ. ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দেয়া প্রতিবেদনগুলোর স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে আদালতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা দরকার।